একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ

অমর

রচনা **বিমল কর**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা **ইন্দর সেন**

সংগীত **আনন্দশংকর**

অমর

মোহিনী যুবতী, রূপসী, কোমলে কাঠিন্যে এক অসামান্যা। জীবনে পুরুষ এসেছে তিনবার, যদিও মোহিনী ত্রিচারিণী নয় কখনও। প্রথম যৌবনে শচিপতি, মোহিনীর ভালোলাগা মানুষ। দ্বিতীয় রাজেশ্বর, সাতপাক ঘুরে যাকে বরণ করে নিয়েছিল মোহিনী অতীতকে বিসর্জন দিয়ে, ভবিষ্যৎ-এর সুখস্বপ্নের দোলায়। আর এবার এসেছে অবিন, এসেছে নিতান্তই অসময়ে, এসেছে ঝড়ের বেগে।

সংসার বলতে দাঁড়িয়েছে এখন চারজন। বিপত্নীক জ্যাঠামশাই, পিতৃমাতৃ-হীনা দুই বোন মোহিনী আর আয়না, তাদের ভাই সুহাস।

শচিপতির সাথে মোহিনীর বিয়ে হোক, এতে জ্যাঠামশাইয়ের কোন আপত্তি ছিল না, বাদ সেধেছিলেন মোহিনীর বাবা। শচিপতিদের সংসারে কোন পুরুষ চল্লিশের বেশী বাঁচে না। যেন নিজের ওপর আস্থা শচিপতিরও ছিলনা। তাই পারেনি সে মোহিনীকে কেড়ে নিতে। সংস্কারকে বিশ্বাস করে নিজের মৃত্যুর দিন গুনেছে সে মোহিনীকে সামনে রেখে।

কলকাতা থেকে বন্ধু অবিনকে নিয়ে সুহাস আসে বাড়ীতে। প্রথম দর্শনেই অবিন মোহিনীকে নাড়িয়েছে, অপরিচয়ের গণ্ডীকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে বেহিসাবের ধাক্কায়। মোহিনীকে বুঝতে চেয়েছে অবিন। শত চেষ্টাতেও মোহিনী নিজেকে আড়াল করতে পারছে না। অবিন দুর্বার, অবিন ঝোড়ো হাওয়া, অবিন বর্ষার দুরন্ত বর্ষণ, অবিন গ্রীষ্মের খরদাহ। পুরোনো ভঙ্গুর সমাজের প্রতি অবিনের প্রচণ্ড বিদ্বে
বোঝাতে চায়, নিয়মের বেড়াজালে আত্মাহুতি
জীবনযুদ্ধে পরাজিত শচিপতিকে টেনে নিয়ে যায় অবি
যথাযথ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। কলকাতা থেকে মোহি
অবিন—বদ্ধ ঘরে বাইরের ঝড় ঝাপটা নাও আসতে পা
বাতাসটাই যে শরীরের ক্ষতি করবে! উত্তর দেয় মোহিনী—
বন্দিনী মনে করে না। আর অবিন যাকে বলছে মুক্তি, সে
করে বাঁধা-পড়া!

মোহিনীর নিজস্ব পৃথিবী এবার বোধহয় ভেঙ্গে পড়ে মহাকালের
কলকাতার হাসপাতালে শচিপতি মারা যায়, দুরারোগ্য ব্যাধি, ক্যা
ওরা কেউই কলকাতা থেকে ফেরেনি এখনও। একাকী মোহিনী
মধ্যাহ্নে অনিশ্চিত আগামীকে ছুঁতে চায় চিন্তার জালে; কিন্তু পারে না।
অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ জট পাকিয়ে যায় বারবার। শচিপতি
বেঁচে নেই। জ্যাঠামশাইরা কবে ফিরবেন? বড়ো একা লাগে ওর।
দরজায় আওয়াজ, কে যেন এসেছে! অবিন!

অমর

সাথে বাজে বেণুকা।
চৈত্র পূর্ণিমা রাতে বাজো বেণুকা।
স্রোত নদী তীরে,
বে নামে বন ঘিরে,
এলোমেলো বায়ে ধীরে
ফুল-রেণুকা ॥
মধু-মালিতী-বেলা-বনে ঘনাও নেশা
স্বপন আন জাগরণে মদির মেশা।
মন যবে রহে না ঘরে
বিরহ-লোকে সে বিহরে
যবে নিরাশার বালুচরে
ওড়ে বালুকা।
বাজো বেণুকা, বাজো বেণুকা ॥

আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে, নূতন পাতায়, নূতন ফুলে।
শুনি, পড়ে প্রেমফাঁদে, তারা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদীর উপকূলে।
জানি না'ত প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে ;
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুম রাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি ;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলো চুলে।

তিন | নজরুল গীতি

ভুলি কেমনে আজো যে মনে
বেদনা সনে রহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন রজনী
সে বিনে গনি সকলি ফাঁকা ॥
আগে মন করলে চুরি
মর্মে শেষে হানলে ছুরি
এত শঠতা এত যে ব্যথা
তবু যেন তা মধুতে মাখা ॥
চকোরী দেখলে চাঁদে
দূর হতে সই আজো কাঁদে
আজও বাদলে ঝুলন ঝোলে
তেমনি জলে চলে বলাকা ॥
ডালে তোর হানলে আঘাত
দিস রে কবি ফুল সওগাত
ব্যথা মুকুলে অলি না ছুঁলে
বনে কি দুলে ফুল পতাকা ॥

চার | নজরুল গীতি

মদির স্বপনে মম মন ভবনে জাগো চঞ্চলা বাসন্তিকা
ওগো ক্ষণিকা ॥
মোর গগনের উল্কার প্রায় চমকি ক্ষণে চকিতে মিলায়
তোমার হাসির যুঁই কণিকা
ওগো ক্ষণিকা ॥
পুষ্পধনু সম মন রাঙানো বঙ্কিম ভুরু হানো হানো
তোমার উত্তাল উত্তরীয় আমার প্রাণে প্রিয় ছুঁইয়ে দিও
আমি হবো ওগো তোমার মালার মণিকা
ওগো ক্ষণিকা ॥

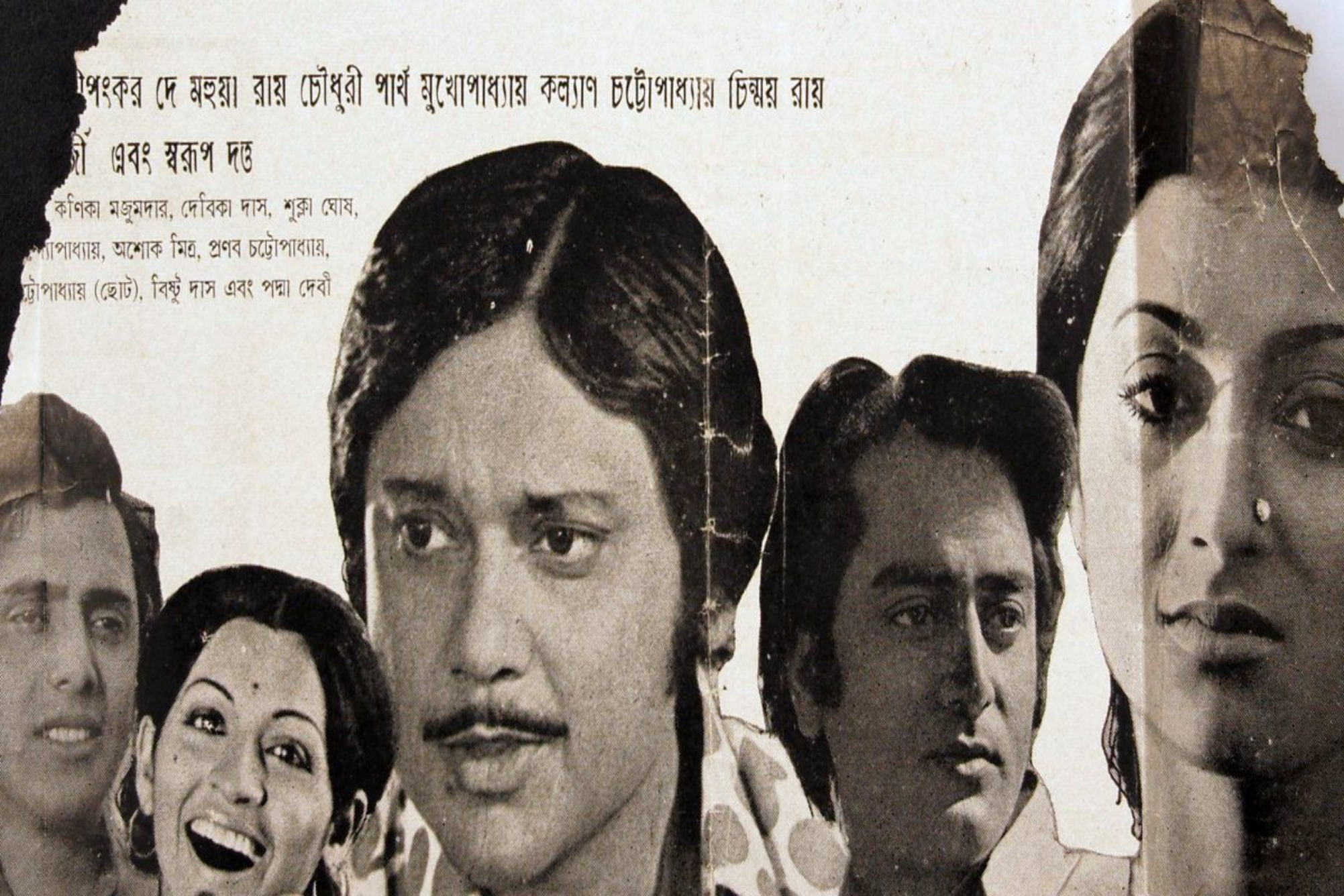

ীপংকর দে মহুয়া রায় চৌধুরী পার্থ মুখোপাধ্যায় কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় চিন্ময় রায়
র্জী এবং স্বরূপ দত্ত
কণিকা মজুমদার, দেবিকা দাস, শুক্লা ঘোষ,
্যাপাধ্যায়, অশোক মিত্র, প্রণব চট্টোপাধ্যায়,
ট্টোপাধ্যায় (ছোট), বিষ্টু দাস এবং পদ্মা দেবী

…ময়

আপনজন চিত্রমের প্রথম চলচ্চিত্র

…| **বিমল কর** | চিত্রনাট্য ও পরিচালনা | **ইন্দর সেন**

…| **আনন্দ শংকর**

…কার | কাজী নজরুল ইসলাম ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ● **কণ্ঠশিল্পী** | মান্না দে, …মা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, শিপ্রা বসু ও চিন্ময় রায়।

…ত্রগ্রাহক | কৃষ্ণ চক্রবর্তী ● **শিল্পনির্দেশক** | সুবোধ দাস ● **সম্পাদক** | অরবিন্দ …ট্টাচার্য ● **কর্মসচিব** | কাশীনাথ দাস ● **রূপসজ্জাকর** | গৌর দাস ● **ব্যবস্থাপক** | কাজল মিত্র ও তপন দে ● **শব্দগ্রহণ** | অনিল দাশগুপ্ত, সৌমেন চট্টোপাধ্যায় ও বলরাম বারুই ● **সাজসজ্জা** | বিষ্ণু দাস, ● **শব্দ পুনর্যোজনা ও সঙ্গীত গ্রহণ** | সত্যেন চট্টোপাধ্যায়।

টেকনিসিয়ানস্ স্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত | ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুট।

রসায়নাগারে | জ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল দাস, বাদল দাস, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় কালী বসু, স্বপন নন্দী ও শম্ভু দাস ● **আলোকসম্পাতে** | প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, তারাপদ মান্না, সুনীত শর্মা, রামদাস কৌহার, সুবাস ঘোষ, কাশীনাথ কৌহার, হংসরাজ বাউরি, বন্ধু জানা, নারায়ণ চক্রবর্তী, অমূল্য দাস ও মোহনবাহাদুর রাণা ● **দৃশ্যপট নির্মাণে** | চিরঞ্জীব শর্মা, বরজু মোহান্তি, দ্বিজবর রাউত, সম্পত হরিজন, বাবুলাল মাহাতো, বেণুধর বিশওয়াল, তপেশ্বর কৌহার, রাজারাম শর্মা, ভগবৎ শর্মা, হরেন দাস, হরিপদ পণ্ডিত এবং নব দাস।

স্থির চিত্র | স্টুডিও বলাকা ● **পরিচয় লিখন** | অনিল দে ● **পটশিল্পী** | প্রবোধ ভট্টাচার্য

প্রচার পরিকল্পনায় | স্বপন ঘোষ ● **প্রচার অংকনে** | অরুণ চট্টোপাধ্যায়, এস. স্কোয়ার, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী এবং কমল সাহা | **কৃতজ্ঞতা স্বীকার** | এস. কে. দাস, আরতি দাস, রাণা নাগ, সি. কে. বসু, সি. শর্মা, বিমল চট্টোপাধ্যায়, প্রভাস সান্যাল, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, পি. দাস বস্ত্রালয়, বেডিং এমপোরিয়াম এবং সুচেতা দত্ত।

প্রধান সহকারী পরিচালক | পঙ্কজ ঘোষ ● **সহকারী পরিচালক** | সমর মুখোপাধ্যায় ও সুজিত গুপ্ত। **প্রধান সহকারী চিত্রশিল্পী** | অনিল ঘোষ ● **সহকারী চিত্রশিল্পী** | ভবতোষ ভট্টাচার্য ● **সহকারী শিল্পনির্দেশক** | গোপী সেন **সহকারী সম্পাদক** | বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ● **সহযোগী ব্যবস্থাপনা** | মুরারী চট্টোপাধ্যায় ও দেবব্রত রাহা ● **সহকারী ব্যবস্থাপক** | অনুকূল দে, অনিল দে ও ত্রৈলোক্য দাস ● **সহকারী শব্দগ্রাহক** | প্রভাত বর্মন, কণক ঘোষ, অরবিন্দ সেন, ও বাবাজী ● **সহকারী সঙ্গীত গ্রাহক ও শব্দ পুনর্যোজক** | বলরাম বারুই। **প্রচার সহকারী** | মানব ব্রহ্ম।

'এখনই' পরিবেশনা

বুকিং এজেন্ট : বঙ্গশ্রী ফিল্মস্ | ফোন : ২৩৩১৯

রাষ্ট্রায়ত্ত ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সৌজন্যে

'এখনই' পরিবেশনার পক্ষ থেকে ৪, রুস্তমজী স্ট্রীট, কলকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত ও অমি প্রেস, ৭৫, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।